সংবাদ

তারিখ ..10 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬...

খাজা ইউনুছ আলী ল্যা. স্কুল

অনুমোদন না থাকায় ২৭৩ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ)

তৃণমূল পর্যায়ে দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের খাজা ইউনুছ আলী ল্যাবরেটারি স্কুল ও কলেজ ইংলিশ ভার্সন কলেজের অনুমোদন না থাকায় এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ২৭৩ জন ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এতে স্কুলে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ট্রাস্ট্রি প্রতিষ্ঠান খাজা ইউনুছ আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানসার সেন্টার, নার্সিং কলেজে নিয়োজিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এলাকাবাসী শংকায় পড়েছে।

জেলার একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম এ কলেজের দ্রুত অনুমোদনের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী। খাজা বাবা ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.) এর জামাতা দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক জনহিতৈষী কর্মবীর প্রয়াত ব্যবসায়ী ডাঃ এমএম আমজাদ হোসেন দেশের মানুষকে বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা ও আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে অনন্য স্থাপত্য শৈলীতে ৫৮৬ বেডের খাজা ইউনুছ আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরপর ধাপে-ধাপে খাজা ইউনুছ আলীর নামানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং কলেজ, ক্যানসার সেন্টার এবং খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ইংলিশ ভার্সন) প্রতিষ্ঠা করেন। এসব অলাভজনক ট্রাস্টি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কর্মকাণ্ডের সুনাম দেশ ছাপিয়ে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশ থেকেও লেখাপড়া ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য এখানে মানুষ অবস্থান করছে। এ কারণে দেশের গ্রাম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ও শিক্ষানগরী হিসেবে এনায়েতপুর এখন সমাদৃত লাভ করেছে। বর্তমানে খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ বেসবকারি পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগের ৬টির মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্ণ ইংলিশ ভার্সনের খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। যা জেলার মধ্যে একমাত্র। ২০০৯ সালে ৪ তলা বিশিষ্টই মডেলের সুবিশাল ভবনে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদন নিয়ে যাত্রা শুরু, পর এ প্রতিষ্ঠান ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। উল্লেখিত ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার মানুষ তাদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকেই বেছে নেয়। বর্তমানে এখানে ২৩ জন শিক্ষকের অধিনে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২৭৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। গত বছর জেএসসিতে ১৮ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ জন অ+, ১ জন অ পেয়েছে। এরমধ্যে ৬ জন গোল্ডেন অ+। আর পিএসসিতে ১০ জনের মধ্যে ৮ জন অ+ এবং ২ জন অ পেয়েছে। এর মধ্যে ৩ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। অন্যান্য ক্লাসেও ছাত্রছাত্রীরা মেধার পরিচয় দিচ্ছে। তবে স্কুলটি ইংলিশ ভার্সনে কলেজের অনুমোদন না থাকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহনে বিপাকে পড়ছে ছাত্রছাত্রীরা। জেলাজুড়ে ইংলিশ ভার্সনের কোন কলেজ না থাকায় দূর-দূরান্তে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে তাদের অভিভাবকেরা। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধিনে জেলার জন্য ৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেব প্রাপ্যতা থাকলেও ১১১টির মতো স্কুল ও কলেজকে বাংলা ভার্সনে কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অথচ ইংরেজি ভার্সনে জেলার একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়নি। এজন্য অসন্তোষ বিরাজ করছে পুরো এনায়েতপুর থানা জুড়ে।

এ ব্যাপারে খাজা ইউনুছ আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এসএম ফরিদুল ইসলাম জানান, আমার সন্তান স্কুলটিতে লেখাপড়া করছে। আর কয়েক বছর পরই সে স্কুল লেভেল শেষ করবে। তখন ইংলিশ ভার্সন কলেজ লেভেলে কোথায় ভর্তি করব। কারন, আমরা এখানে চাকরি করে ঢাকা বা অন্য কোথাও সন্তানদের লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে পারিনা। আমার মত শতাধিক কর্মরত অভিভাবক রয়েছে এমন বিরম্বনায়। তাই এখানে কলেজ লেভেলে ইংলিশ ভার্সনের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলতে দ্রুত সরকারি পদক্ষেপ জরুরি। এদিকে এনায়েতপুর হাট বণিক সমিতির সভাপতি মির্জা ছানোয়ার হোসেন বাচ্চু, ব্যবসায়ী হাশমত আলী শেখ ও গোলাম মোরশেদ জানান, আমাদের সন্তানরা নবম ও দশম শ্রেনীতে ইংলিশ ভার্সনে পরিচালিত খাজা ইউনুস আলী ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ লেখাপড়া করছে। একই মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে এখানে পড়বার ব্যবস্থা নেই। তাই এরপর কোথায় পড়বে এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। স্কুলটিতে কলেজের অনুমোদন দিলে আমরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন নিয়ে চিন্তা মুক্ত হই। আর স্কুল ও কলেজটির অধ্যক্ষ আহসান উল্লাহ হাবীব জানান, কলেজ লেভেল অনুমোদনের জন্য আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মজিদ মণ্ডলের সুপারিশ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে কলেজের জন্য সুপারিশ চাওয়া হলেও প্রাপ্যতা কম থাকার অযুহাতে তা আমাদের অনুমোদন দেয়া হয়নি। অথচ বাংলা বিভাগে ৩৯টি প্রাপ্যতা থাকলেও সিরাজগঞ্জ জেলার ১১১টির মতো প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসারে আশা করি শিক্ষামন্ত্রীসহ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি সদয় হবে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক মো. জাহিদুর রহিম জানান, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবে মন্ত্রণালয় অনুমোদন না দিলে আমরা কি করব। কিন্তু শিক্ষার প্রসারে অন্য প্রতিষ্ঠানে হলেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিয়ে হলেও খাজা ইউনুছ আলী ল্যাবরেটারি স্কুল ও কলেজের পাঠদান অব্যাহত রাখা হবে।

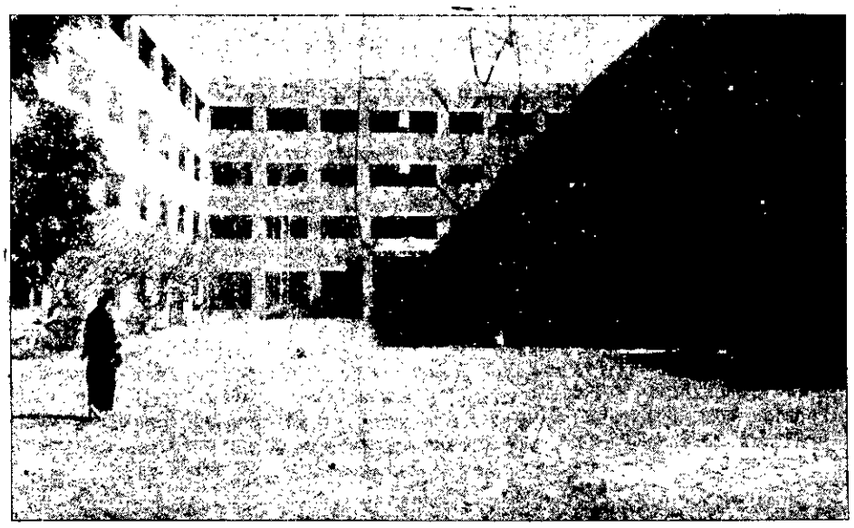

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের খাজা ইউনুছ আলী ল্যাবরেটারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ —সংবাদ